চুয়াডাঙ্গার ভুলটিয়া গ্রামে জলাবদ্ধতা, ২০০০ একর জমি অনাবাদী থাকার আশংকা

চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার ভুলটিয়া গ্রাম সংলগ্ন কেটের মাঠে দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা। গত একমাস ধরে অতিবৃষ্টির কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পুরো দুই হাজার একর জমি পানির নিচে। এতে বিপাকে পড়েছেন পাশের তিনটি গ্রামের কৃষকরা। জলাবদ্ধতার কারণে তারা চাষাবাদ করতে পারছেন না।

স্থানীয়রা জানায়, সদর উপজেলার ভুলটিয়া, জীবনা ও দশমী গ্রামের কৃষকরা চাষ করেন কেটের মাঠে। পুরো মাঠজুড়ে পানি থৈ থৈ অবস্থা। এখন আমন মৌসুম চলছে। এখন চাষ করতে না পারলে বড় ধরণের ক্ষতি হয়ে যাবে তিন গ্রামের কৃষকদের।

কৃষকরা জানান, এই মাঠে এমন জলাবদ্ধতা গত ৩০ বছরে দেখা যায়নি। এবার অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া মাঠের মাঝখানে পুরোনো এক খালে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করা হচ্ছে। ওই বাধের কারণে মাঠ থেকে পানি সরতে পারছে না। কোনোদিকে পানি বের হওয়ার কোনো পথ খোলা না থাকায় এ জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

ভুলটিয়া গ্রামের সাবেক ইউপি মেম্বর মহাসিন আলী জানান, সদর উপজেলার ভুলটিয়াসহ তিনটি গ্রামের কৃষকরা এই মাঠের ওপর নির্ভরশীল। তারা বছরে তিন বার এই মাঠে চাষাবাদ করে থাকেন। এ বার চাষাবাদের প্রস্তুতিও ছিল কৃষকদের। ধানের পাতো তৈরি করাও হয়েছিল। জলাবদ্ধতার কারণে সব দিক দিয়েই ক্ষতি হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আলী হাসান বলেন, বিষয়টি তার জানা আছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে অবহিত করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান বলেন, ইতিমধ্যেই এলাকাবাসীর মাধ্যমে তিনি বিষয়টি অবগত হয়েছেন। পরবর্তিতে স্থানীয় ভূমি অফিসকে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আশা করা হচ্ছে দ্রুতই সমস্যার

সমাধান হবে।

শরীয়তপুরে বিপদসীমার ৪১ সেন্টিমিটার উপরে পদ্মার পানি

শরীয়তপুরে বিপদসীমার ৪১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে পদ্মার পানি প্রবাহিত হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ বুধবার সকালের দিকে সুরেশ্বর পয়েন্টে জোয়ারের সময় বিপদসীমার ৪১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছিল।

এদিকে, শরীয়তপুরে পদ্মা নদীর প্রবল স্রোতে নদীর তলদেশ থেকে জিওব্যাগ ও সিসি ব্লক সরে যাওয়ায় ভাঙনের সৃষ্টি হয়ে হয়েছে। এতে সুরেশ্বর দরবার শরীফ রক্ষা বাঁধের প্রায় ৫৫ মিটার পদ্মায় বিলীন হয়ে গেছে। ফলে নতুন করে বাড়িঘর হারানোর ভয়ে দিন কাটছে স্থানীয় লোকজনের।

তবে ভাঙনরোধে ওই স্থানে সিসি ব্লক ও জিওব্যাগ ডাম্পিং করছে শরীয়তপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে, ভাঙন স্থানে শুকনো মৌসুমে বাঁধ নির্মাণে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অপর দিকে গত দুই দিন ধরে পদ্মার পানি আবারও বাড়তে শুরু করায় শরীয়তপুরের ৪টি উপজেলার প্রায় ৩ লাখ পানিবন্দী মানুষের মধ্যেও আতঙ্ক বিরাজ করছে। পদ্মা নদীর সুরেশ্বর পয়েন্টে গত ২৪ ঘন্টায় ১৫ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়ে আজ সকালে জোয়ারের সময় বিপদসীমার ৪১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

শরীয়তপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুরেশ্বর দরবার শরীফ ও আশেপাশে ভাঙন দেখা দিলে পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০০৭ ও ২০১২ সালে ৩টি প্যাকেজে ২৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৮৫০ মিটার বাঁধ নির্মাণ করেন।

শরীয়তপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী এসএম আহসান

হাবিব বলেন, পদ্মা নদীর প্রবল স্রোতে নদীর তলদেশ থেকে জিওব্যাগ ও সিসি ব্লক সরে যাওয়ায় সুরেশ্বর দরবার শরীফ বাঁধের ৫৫ মিটার পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ভাঙনরোধে ইতোমধ্যে প্রায় ৩৬ হাজার জিওব্যাগ ও সাড়ে ৩ হাজার সিসি ব্লক ডাম্পিং করা হয়েছে। ডাম্পিং কাজ চলমান রয়েছে। শুকনো মৌসুমে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুর যুবলীগ শাখার উদ্যোগে মুজিবনগরে বৃক্ষ রোপন

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ মেহেরপুর শাখার যুগ্নআহবায়ক শহীদ সরফরাজ(মৃদুল) এর নেতৃত্বে মুজিবনগরে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ দিকে মুজিবনগর উপজেলার রামনগর দক্ষিন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন রামনগর ঈদগাঁহ ময়দানে ফলজ,বনজ বৃক্ষ রোপন এর মধ্যদিয়ে মুজিবনগরে যুবলীগের বৃক্ষরোপন কর্মসৃচির উদ্ভোধন করেন।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক শহীদ সরফরাজ মৃদুল আরো উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের যুগ্নসাধারণ নাসির উদ্দীন বাবলু,মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু, মেহেরপুর ছাত্রলীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবু শামা সাগর,মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগ নেতা খালেদুজ্জামান কাজল,আব্দুর রাজ্জাক,সাহা বুদ্দীন সহ আওয়ামীলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরের ইসলামপুরে সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি, আহত -২

মেহেরপুর সদর উপজেলা ইসলামপুর গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধে ভাইয়ের হাতে আরেক ভাই মহাব্বত আলী ও তার ছেলে বাহারুলকে রড ও রামদা দিয়ে কুপিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার সকালে ইসলামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় কাশেমের ছেলে নজুল ও তার ছেলে আশানুর, অন্য ভাই ওয়াদ আলির ছেলে সাজ্জাদ আলীর নামে মামলা হয়েছে।

জানা গেছে, জমি বেচাকেনা বিরোধের জের ধরে ভাইয়ে হাতে ভাইকে কুপিয়ে আহত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে উপজেলার আমদাহ ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামের মহাব্বত আলীর সাথে। মহাব্বত আলীর বাড়ির জমি বিক্রয় নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল তার ভাই নজুল মিয়াসহ অন্য ভাইদের সাথে।

এ নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতো। এক সময় মহাব্বত আলী জমি বিক্রয়করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার ভাইয়েরা জমি ক্রয় করবে বলে দীর্ঘ দিন ঘুরাতে থাকে।পরবর্তীতে মহাব্বত আলী জমি বিক্রয় করা জন্য বাড়িতে গেলে নজুল ও তার ছেলে আশানুর, অন্য ভাই ওয়াদ আলির ছেলে সাজ্জাদ আলী রড ও রামদা দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে তাকে।

মহাব্বত আলী বলেন, আমি অনেক বছর আগে আমদাহ গ্রামে আমার শশুর বাড়িতে চলে আছি। সেই থেকে আমি আমদাহ গ্রামে বসবাস করি। ইসলামপুরে আমার বাপরে বাড়ি। বসত বাড়ির পৈতৃক কিছু জমি আমার নামে রয়েছে। সেই জমি আমার ভাইয়েরা ক্রয় করবে বলে আমাকে জানায়। ১টি বছর আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াই আজ নেব না কাল নেব বলে। আমার টাকার প্রয়োজন তাই আমি ভাইকে বলি জমি নেবে কি না। তখন তারা রেগে বলে জমি নেব না। কে নেয় দেখি তোর জমি।

আজ সকালে আমি ইসলামপুর আমার বাড়িতে গেলে নজুল ও তার ছেলেসহ অন্য ভাইয়ের ছেলেরা আমাকে ও আমার ছেলে বাহারুলকে হত্যার উদ্যেশে দামদা আর রড দিয়ে কোপাতে থাকে। এক সময় আমি মাটিতে পড়ে গেলে স্থানীয়রা আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে সদর উপজেলার ইসলাসপুর গ্রামে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামাতিতে দুজন আহত হয়েছে। আহত ব্যক্তিরা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। মামলা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে জানান তিনি।

বন্ধ পাটকল আবার চালু করছে সরকার

সম্প্রতি বন্ধ ঘোষিত দেশের পাটকলগুলোকে আবার চালু করতে যাচ্ছে সরকার। সরকারি নিয়ন্ত্রণে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) মাধ্যমে পাটকলগুলো চালু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী।

মন্ত্রী জানান, পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকার পাটশিল্প সম্প্রসারণে সব ধরনের সহায়তাও দেবে।

সোমবার সচিবালয়ে নিজ দফতরে এক মতবিনিময় সভায় তিনি একথা জানান। ঈদের তিন দিনের ছুটি শেষে প্রথম কর্মদিবসে নিজ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দফতর/সংস্থাগুলোর কার্যক্রম নিয়ে এ সভা করেন মন্ত্রী।

পাটমন্ত্রী বলেন, বহুমুখী পাটপণ্যের বর্তমান বাজার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পাটপণ্যের উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও পুনর্বিন্যাস করে বিজেএমসির বন্ধ ঘোষিত মিলগুলো জরুরি ভিত্তিতে পুনরায় চালু করতে যাচ্ছে সরকার। অবসায়নের পরে দেশের পাটকলগুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি), যৌথ উদ্যোগ জিটুজি বা লিজ মডেলে পরিচালনার মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব আবার উৎপাদনে ফিরিয়ে আনা হবে।

তিনি বলেন, মিলগুলোকে উপযুক্ত ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন ও পুনরায় চালু এবং বিজেএমসির জনবল কাঠামো পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে যৌক্তিকীকরণের বিষয়ে সুপারিশ দিতে উচ্চপর্যায়ের দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে।

মে,প্র,পি

যুগান্তর রিপোর্ট

গাংনীতে ছাত্রলীগ উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান এ শ্লোগানকে সামনে নিয়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহরাব আলী সবুজের উদ্দ্যোগে গাংনীতে গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ গাছের রোপন করার মধ্যে দিয়ে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধপনা নির্দেশনায়¡ হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল মাঠ সংলগ্ন জনতা ক্লাবে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ন আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবাহান। কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মোঃ আব্দুস সামাদ সোহাগ।

এসময় মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মোঃ শাহজাহান আলী,ফিরোজ আহম্মেদ, যুগ্ম -সাধারণ সম্পাদক ডালিম রানা,সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ হাসান কৌশিক, গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, ওয়ালিদ আল জাবির প্লাবন।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম -সাধারণ সম্পাদকঃ আসিফ ইকবাল অনিক,ছাত্রলীগ নেতা আবির, হিজলবাড়িয়া জনতা ক্লাবের সদস্য

মো: নাজমুল হোসেন,সোহেল রানা স্বপন,শান্ত,রিফাজ,উজ্বল,শাহীন, সাইদ,রতন,মৃদুল,পল্লব,রিকো সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যুবলীগের বৃক্ষরোপন অভিযান

‘গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপন অভিযান শুরু হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলা যুবলীগের উদ্যোগে সদর হাসপাতাল, সিভিল সার্জন কার্যালয় ও ঝিনাইদহ কলেজ এলাকায় ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন ও বিতরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দীকি সমির পক্ষে বৃক্ষরোপন ও বিতরণ করেন সদর উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক শাহ্ মোঃ ইব্রাহীম খলিল রাজা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগম, ঝিনাইদহ কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, অধ্যক্ষ বাদশা আলম, প্রভাষক কামাল হোসেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক আশফাক মাহমুদ জন, যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহমেদ, যুবলীগ নেতা বাসের আলম সিদ্দিকী, ইকতিয়ার উদ্দিন,আশরাফুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পেরেকের বিষে জর্জরিত গাছ!

গাছ মানুষের পরম বন্ধু। গাছ যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, তেমনি আর্থিকভাবেও উপকার করে। কিন্তু আমরা গাছের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করে থাকি। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে গাছকে হত্যা করার অলিখিত প্রতিযোগিতা চলছে যেন সর্বত্র। এ রকমই এক প্রতিযোগিতা চলছে মেহেরপুরে।
গাছে সাইনবোর্ড লাগানো দণ্ডনীয় অপরাধ। এই আইনের আওতায় জেল জরিমানা বিধান থাকলেও বাস্তবায়নে তেমন কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। মেহেরপুরের সড়ক-মহাসড়কের পাশের সরকারি গাছে গাছে ঝুলছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের প্রচার-প্রচারণার অসংখ্য সাইনবোর্ড-ব্যানার-ফেস্টুন ও বিজ্ঞাপন। পিছিয়ে নেই বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কোচিং সেন্টারগুলোও। এসব ব্যানার, ফেস্টুন, বিজ্ঞাপন ঝোলানো হয়েছে পেরেক ঠুকে। একেকটি গাছ যেন একেকটি বিজ্ঞাপন বোর্ড। এভাবে গাছে পেরেক ঠোকা হচ্ছে, অথচ তা দেখার কেউ নেই। আসলে কারও এ বিষয়ে কোনো মাথাব্যথাই নেই।
শুধু মেহেরপুরের প্রধান সড়ক গুলোতে নয়, গ্রামের অলিগলির সরকারি বেসরকারি গাছে এ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পোস্টার, ব্যানার ও বিজ্ঞাপনে এমনভাবে ছেয়ে গেছে যে কোনটা কোন গাছ, তা আর চেনার উপায় থাকে না। এটা খুবই বিপজ্জনক একটি ব্যাপার। পরিবেশবিদদের মতে, পেরেক লাগানোর কারণে গাছের গায়ে যে ছিদ্র হয়, তা দিয়ে পানি ও এর সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও অণুজীব ঢোকে। এতে গাছের ওই জায়গায় দ্রুত পচন ধরে। ফলে তার খাদ্য ও পানি শোষণপ্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এতে গাছ মারাও যেতে পারে। তাই কোনো গাছে পেরেক ঠোকা মানে ওই গাছের চরম ক্ষতি করা। যেখানে আমাদের বেশি করে গাছ লাগানো এবং গাছের পরিচর্যা করা প্রয়োজন, সেখানে আমরা উল্টো গাছের ক্ষতি করে চলেছি।
আবুল কালাম এক কলেজ শিক্ষার্থী জানান, এভাবে রাজনৈতিক দলের প্রচারণা বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের জন্য গাছ ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে। একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে গাছের গায়ে তার বা রশি দিয়ে তা বেঁধে ব্যানার, ফেস্টুন লাগানো যেতে পারে। কোনোভাবেই পেরেক ঠোকা চলবে না।
জানা গেছে, গাছে পেরেক ঠুকে সাইনবোর্ড না লাগানোর বিষয়ে ২০০২ সালের ৭ জুলাই জাতীয় সংসদে একটি আইন পাস হয়। কিন্তু শুধু

কাগজপত্রেই আইনটি আছে। বাস্তবে এর কোনো প্রয়োগ নেই। এই আইনটি সম্পর্কে সবাইকে জানাতে হবে এবং এর প্রয়োগ ঘটাতে হবে। গাছ রক্ষায় প্রয়োজনে আরও কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। তা না হলে গাছের গায়ে পেরেক ঠোকা কখনোই বন্ধ হবে না। পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিতে হবে।
পথচারী সজল জানান, আমরা কৃষক মানুষ সারা দিন রৌদ গরমে কাজ করে বাড়ি যাওয়ার সময় গাছের নিচে কিছু সময় বিশ্রাম নিই। কিছু কিছু গাছ আছে হাজারও বছরের স্মৃতি বহন করে যা আমরা দাদার আমল থেকে শুনে আসছি। এই সব গাছ গুলো তাদের সৌন্দর্য হারাচ্ছে।
সম্প্রতি মার্সেল কোম্পানির প্রায় ৫শ ফেস্টুন লাগানো হয়েছে সড়কের ধারের সরকারি গাছে।
মেহেরপুর শাখার ম্যানাজার রিমনের সঙ্গে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, গাছে পেরেক ঠুকে ব্যানার লাগানো হয়েছে সে সম্পর্কে আমি জানিনা। আর তাছাড়া সবাইতো গাছেই পোস্টার ব্যানার লাগায়। মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাসুদ রেজা বলেন, গাছেরও জীবন আছে। বিভিন্ন পোস্টার ব্যানার ফেস্টুন পেরেক বা তার দিয়ে গাছের সাথে লাগালে এটি অবশ্যই ক্ষতিকর। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছকে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে দিতে হবে। আমাদের জনবহুল দেশে সরকারি গাছ গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা অতি জরুরী।
মেহেরপুর বন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জাফরুল্লাহ বলেন, গাছে গাছে পোস্টার লাগানোর বিরুদ্ধে আমরা ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার পদক্ষেপ নিয়েছি। কিন্তু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটা নিয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারিনি। ২০১৯ সালেও একবার উদ্যোগ গ্রহ করেছিলাম গাছে গাছে পোস্টার লাগানোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কিন্তু শেষমেশ কার্যকর হয়নি। মূলত সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আমাদের সকলকেই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। শুধু প্রশাসনিক তৎপরতা থাকলেই কিন্তু পোস্টার লাগানো বিরত থাকবে না। প্রশাসনের পাশাপাশি নাগরিক সচেতনতাই পারে গাছকে পোস্টার মুক্ত রাখতে।

ড্রাগন চাষে স্বপ্নে বিভোর কুষ্টিয়ার আসাদ

ড্রাগন চাষ করে আলোর মুখ দেখার অপেক্ষায় রয়েছে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি এলাকার কৃষক মো: আসাদ আলী।
২০১৯ সালের শেষের দিকে দেড় বিঘা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে ড্রাগনের চাষ শুরু করেন তিনি। ইতোমধ্যে কয়েকটি গাছে ফুল আসতে শুরু করেছে। পানের ব্যবসা করতে গিয়ে লোকসান গুনতে হয়েছে বেশ কয়েকবার। এমন সময় ইউটিউব চ্যানেলে ড্রাগন চাষ দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের মাটিতে বিদেশি ফলের চাষ করে সফল হওয়ার স্বপ্নে বিভোর তিনি। ইউটিউব আর এক বন্ধুর পরামর্শে শুরু করেন এই ড্রাগন চাষ।
সম্প্রতি সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সারিসারি করে খুঁটি (পাথর সিমেন্ট ঢালাই) বেয়ে ড্রাগন গাছ বেড়ে উঠেছে। খুঁটির মাথার উপর আবার চারকোনা আকৃতি রডের বৃত্তাকার করে টায়ার দিয়ে ঘেরা। একেকটা খুঁটির চারপাশে চারটি করে ড্রাগনের গাছ লাগানো আছে। সেগুলোই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে।
ড্রাগন বাগানে পরিচর্যায় ব্যস্ত কৃষক আসাদ। তার ড্রাগন বাগানে দেড় বিঘা জমিতে ২২৫ টি খুঁটি রয়েছে। প্রতিটি খুঁটির সাথে ৪-৫ টি চারা রোপণ করা। এখন যত্ন শেষে গাছগুলো খুঁটি পর্যন্ত উঠে গেছে। সাত ফিট এই খুঁটি মাটিতে দুই ফিট দেওয়া (পোঁতা) আছে।
লাগানোর পর থেকে নিজেই শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। আর এই কাজে সহযোগিতা করেন স্ত্রী ও সন্তান।
কৃষক মো: আসাদ আলী জানান, ইউটিউব চ্যানেলে ড্রাগন চাষ দেখে আমি উদ্বুদ্ধ হই। এরপর ঝিনাইদহের এক বন্ধুর পরামর্শে সেখানকার ড্রাগন বাগান ঘুরে ঘুরে জ্ঞান লাভ করি। আবার সেখান থেকেই চারা কিনে শুরু করি বাগান।
ইতোমধ্যে দুই লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়াও আমি প্রতিনিয়ত শ্রম দিয়ে যাচ্ছি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ড্রাগন বিক্রি হবে বলে আশা করছি। আমার এই বাগানে জৈব সার বেশি লাগে। রাসায়নিক সার কম লাগে। তিনি জানান, আমাকে এই বাগান করতে কৃষি অফিসসহ স্থানীয় সেতু এনজিওর নির্বাহী পরিচালক সহযোগিতা করেছেন।
উপসহকারী কৃষি অফিসার মাহিরুল ইসলাম জানান, এই ফল চাষ করতে জৈব সার একটু বেশি লাগে। রাসায়নিক সার কম লাগে। আমরা তাঁকে ভার্মি কম্পোস্ট করতে সহায়তা করবো। এছাড়াও প্রতিনিয়ত তাঁর বাগানে গিয়ে পরামর্শ প্রদান করি। অধিক লাভ হয় বলে অনেকেই এই ফল চাষে আগ্রহী

হচ্ছেন বলেও জানান তিনি।
মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, ড্রাগন একটি পুষ্টিকর ফল। এ ফলে রয়েছে অধিক পরিমাণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। কৃষক আসাদ আলী পরীক্ষামূলকভাবে দেড় বিঘা জমিতে ২২৫ টি খুঁটি করে ড্রাগনের চাষ করে সফলতা পেতে শুরু করেছে।
কৃষক আসাদ আলীর এই ড্রাগন ফলের চাষে সহায়তা হিসেবে ওয়াটার পাম্প, পাইপসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদী প্রদান করেছি।

গ্রাম দারিদ্রমুক্ত করণ প্রকল্পের আওতায় পশু পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মুজিবনগরে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বি এন এফ) এর অর্থায়নে এবং পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি এর বাস্তবায়নে, গ্রাম দারিদ্রমুক্ত করণ প্রকল্পের আওতায় ২ দিন ব্যাপী পশু পালন(গরু, ছাগল, ভেড়া, ভার্মিকম্পোস্ট ও ট্রাইকো কম্পোস্ট) বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বেলা এগারোটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার মাঝপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উপপরিচালক কামরুল আলম, মুজিবনগর উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডা. কাজী নজরুল ইসলাম, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা রাশমনি খানম, কৃষি কর্মকর্তা এম এ জি মোস্তোফা রাব্বি। পলাশি পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী রফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন।
২ দিন ব্যাপী উক্ত কর্মশালায় মোট ৫০ জন উপকারভোগী অংশ নেন।